JAN. 31 2001

দৈনিক ইত্তেফাক

পৃঃ ৩ কলাম ৫

রাজশাহী বিভাগে আরও একটি শিক্ষা বোর্ড দাবী

রাজশাহী অফিস ॥ ১৯৬২ সালে স্থাপিত রাজশাহী মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের কাজকর্ম বাড়িয়া যাওয়ায় রাজশাহী বিভাগে আরও একটি শিক্ষা বোর্ড স্থাপনের দাবী উঠিলেও ইহা এখন পর্যন্ত বিবেচনা করিয়া দেখা হইতেছে না। বিভিন্ন মহল হইতে অনেক বার এ ব্যাপারে প্রস্তাব পাঠান হইয়াছে। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে সুষ্ঠুভাবে লেখাপড়া পরিচালনা ও পরীক্ষা গ্রহণের জন্য প্রতিটি বিভাগে একই সময়ে একটি করিয়া শিক্ষা বোর্ড স্থাপন করা হয়। স্বাধীনতার পর শিক্ষা বোর্ডগুলির কার্যক্রমের বিস্তার ঘটিয়াছে। গ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলে মাধ্যমিক স্কুল ও উচ্চ মাধ্যমিক কলেজ একের পর এক গড়িয়া উঠায় এগুলির মঞ্জুরী দেওয়া হইতে শুরু করিয়া পরীক্ষা গ্রহণ পর্যন্ত শিক্ষা বোর্ডগুলির উপর প্রবল চাপ পড়িয়াছে। সব বোর্ডের মধ্যে রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডের পরিধি অনেক বড়। এই শিক্ষা বোর্ডের অধীনে আছে ৪ হাজার শতটি মাধ্যমিক স্কুল ও ৮৮৭টি উচ্চ মাধ্যমিক কলেজ। (১৩শ পৃঃ ২-এর কঃ দ্রঃ)

রাজশাহী বিভাগে

(৩য় পৃঃ পর)

এই বোর্ডের অধীনে প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রী মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করিতেছে। চলতি বৎসর একমাত্র এসএসসি পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীর সংখ্যা হইল পৌনে ৩ লক্ষ। এগুলি সামলাইতে রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডকে হিমসিম খাইতে হইতেছে। শিক্ষা বোর্ডের কাজে আগত বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদেরও দুর্ভোগ পোহাইতে হইতেছে। রাজশাহী মহানগরী বিভাগের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত না হওয়ায় পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও অথবা কুড়িগ্রাম জেলার গামাঞ্চলের স্কুল-কলেজের কর্মচারীরা সহজে শিক্ষা বোর্ডের সহিত যোগাযোগ করিতে পারেন না।

ভৌগোলিক অবস্থান ও কাজ বাড়িয়া যাওয়ার কারণে রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডের কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা যেমন নিঃশ্বাস ফেলার সময় পাইতেছেন না। তেমনি এক শ্রেণীর-কর্মচারী হইয়া পড়িয়াছে দুর্নীতি পরায়ণ। তাহারা নানা অসাধু পন্থায় অর্থ উপর্জন করিতেছে। হয়রানি করিতেছে দূরবর্তী অঞ্চলের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের। অভিযোগ, অসাধু কর্মচারীদের দাপটই এখানে বেশী। তাহাদের ম্যানেজ না করিয়া কোন কাজই এই শিক্ষা বোর্ড হইতে করা যায় না। ম্যানেজ না করিলে সার্টিফিকেট, রেজিষ্ট্রেশন কার্ড ও মার্কশীট বাহির করা কঠিন হয়।

রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডের অনেক ঘটনার সহিত অসাধু কর্মচারীরা জড়িত। তাহাদের সহায়তায় বহু স্কুল-কলেজের কর্মচারীরাও নানা অপকর্ম করিয়া থাকে। রেজিষ্ট্রেশনের গোলমাল দেখাইয়া ভুয়া পরীক্ষার্থীরাও পরীক্ষা প্রদান করিতেছে। তাহারা পাস করিয়া বাহির হইয়াও যাইতেছে। সেগুলি ধরাও পড়িতেছে। কিন্তু ব্যাপক তদন্ত হয় নাই। অপরাধী ব্যক্তিদেরও শাস্তি দেওয়া যায় না।

রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডে কর্মকর্তাদের মধ্যেও বিভেদ আছ। এখানে সরকার হইতে ডেপুটেশনে আসিয়াছেন ৫/৬ জন কর্মকর্তা। বেশীর ভাগ কর্মকর্তা হইলেন বোর্ডের নিজস্ব নিয়োগ করা। দুই দল কর্মকর্তার মধ্যে আছে বিরোধ। ফলে সৃষ্টি হইতেছে মতভেদ। আর এই বিরোধের সুযোগ লইতেছে অসাধু কর্মচারীরা। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক অধিদফতরের উপ-পরিচালকের অফিস রাজশাহী বিভাগে দুইটি। একটি রাজশাহীতে অন্যটি রংপুরে। কাজের সুবিধার্থেই ইহা করা হইয়াছে। তাহা হইলে এই বিভাগে আর একটি শিক্ষা বোর্ড না হওয়ার কোন কারণ থাকিতে পারে না। বিভাগের ১৬টি জেলাকে দুই ভাগ করিয়া আলাদা আর একটি শিক্ষা বোর্ড স্থাপন করা যায়। বিভাগের একমাত্র রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডে এখন যাহা হইতেছে সেগুলি আর একটি শিক্ষা বোর্ড স্থাপন না করা পর্যন্ত চলিতেই থাকিবে।